শিশুদের

বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

[প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য]

আহসান পাবলিকেশন

নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, মিশন স্কুল, মডেল স্কুল, প্রি-পারেটরী স্কুল, ক্যাডেট মাদরাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মাদরাসার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী রচিত।

শিশুদের
বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

[প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য]

রচনায়

এম.জি.এ যায়েদ

বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)

সম্পাদনায়

নুরুজ্জামান সিকদার

প্রভাষক বাংলা বিভাগ

মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট, ঢাকা

এস.এম. জহির উদ্দীন

বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

পরিবেশনায়

মক্কা পাবলিকেশন্স

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন : ০২-৭১২৫৬৬০,০১৭২৮১১২২০০
www.makkapublications.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :

আহসান কম্পিউটার

মুদ্রণে :

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

ISBN :

মূল্য (M.R.P) : ৬০.০০ (ষাট টাকা)
Price : US $ 2 ONLY
[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত]

নাম	: ....
শ্রেণি	: ....
শাখা	: ....
রোল নং	: ....
বিষয়	: ....
স্কুলের নাম	: ....

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ব্যাকরণ

প্রথম পাঠ : ভাষা ও ব্যাকরণ ৪
দ্বিতীয় পাঠ : ধ্বনি, বর্ণ ও বর্ণবিশ্লেষণ ৫
তৃতীয় পাঠ : মাত্রা, কার ও ফলা ৭
চতুর্থপাঠ : শব্দ ও বর্ণ বিশ্লেষণ ৯
পঞ্চম পাঠ : বাক্য ও বাক্য বিশ্লেষণ ১০
ষষ্ঠ পাঠ : পদ পরিচয় ১১
সপ্তম পাঠ : বচন ১৩
অষ্টম পাঠ : লিঙ্গ ১৪
নবম পাঠ : সন্ধি ১৬
দশম পাঠ : ক্রিয়ার কাল ১৮
একাদশ পাঠ : বিরাম চিহ্ন ১৯
দ্বাদশ পাঠ : বিপরীতার্থক শব্দ ২০
ত্রয়োদশ পাঠ : এক কথায় প্রকাশ/বাক্য সংকোচন ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় : পত্র

প্রথম পাঠ : ব্যক্তিগত পত্র ২২
দ্বিতীয় পাঠ : আবেদন পত্র ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : রচনা

আমাদের গ্রাম ২৮
আমাদের বিদ্যালয় ২৮
আমাদের মাদরাসা ২৯
আমাদের প্রিয় নবী ৩০
জাতীয় ফুল শাপলা ৩১
ধান ৩১
গরু ৩২
বিড়াল ৩২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায় : ব্যাকরণ

প্রথম পাঠ : ভাষা ও ব্যাকরণ

ভাষা কী?

আমরা মানুষ। তাই অন্যের সাথে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। আমরা যে সব কথা বলে বা যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি তার নাম ভাষা।

ভাষা কাকে বলে?

মানুষ কথা বলে, লিখে বা অন্য কোন উপায়ে মনের যে ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে। পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে। যেমন- বাংলা ভাষা, আরবি ভাষা, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি।

মানুষ তিনটি উপায়ে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। যথা-

(ক) ইশারা করে (খ) শব্দ করে (গ) লিখে

মাতৃভাষা কাকে বলে?

মানুষ মায়ের মুখ থেকে যে ভাষা শেখে বা যে ভাষায় প্রথম কথা বলতে শেখে তাকে মাতৃভাষা বলে। আমরা শিশুকাল থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখেছি, তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

ব্যাকরণ কাকে বলে?

যে পুস্তক পাঠ করলে ভাষা সঠিকভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?

যে পুস্তক পাঠ করলে বাংলাভাষা সঠিকভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

www.pathagar.com

পাঠ মূল্যায়ন

(১) ভাষা কাকে বলে?

(২) মাতৃভাষা কাকে বলে?

(৩) আমাদের মাতৃভাষা কী?

(৪) ব্যাকরণ কাকে বলে?

(৫) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও-

(১) আমরা যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি তার নাম কি?

(ক) ভাষা (খ) ব্যাকরণ (গ) মাতৃভাষা

(২) আমাদের মাতৃভাষা কি?

(ক) ইংরেজি (খ) বাংলা (গ) আরবি

(৩) ভাষা শেখার নিয়ম কানুনকে কি বলে?

(ক) ভাষা (খ) মাতৃভাষা (গ) ব্যাকরণ।

দ্বিতীয় পাঠ : ধ্বনি, বর্ণ ও বর্ণবিশ্লেষণ

ধ্বনি

ধ্বনি কাকে বলে?

আমরা কথা বলার সময় যে আওয়াজ করে থাকি তা-ই ধ্বনি।

ধ্বনি কত প্রকার ও কি কি?

বাংলা ভাষায় ধ্বনি দুই প্রকার। যথা : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

বর্ণ

বর্ণ কাকে বলে?

ভাষা লেখার সাংকেতিক চিহ্নকে বর্ণ বা অক্ষর বলে।

যেমন- অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বর্ণমালা

বর্ণমালা

বর্ণমালা হলো বর্ণের সমষ্টি। প্রত্যেক ভাষার নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণ থাকে। যেমন : বাংলা ভাষায় ৫০টি, ইংরেজি ভাষায় ২৬টি ইত্যাদি। বাংলা ভাষার ৫০টি বর্ণকে একত্রে বর্ণমালা বলা হয়।

বাংলা বর্ণমালা দুই প্রকার। যথা- (ক) স্বরবর্ণ, (খ) ব্যঞ্জনবর্ণ

(ক) স্বরবর্ণ

যে সব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হয় তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ ১১টি। যথা-

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। যথা-

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম	য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ	

পাঠ মূল্যায়ন

(১) ধ্বনি কাকে বলে? ধ্বনি কত প্রকার ও কি কি?

(২) বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কি কি?

(৩) বর্ণমালা কাকে বলে?

(৪) স্বরবর্ণ কাকে বলে? স্বরবর্ণ কয়টি ও কি কি?

(৫) ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কি কি?

www.pathagar.com

(৬) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

(১) ভাষা লেখার সাংকেতিক চিহ্নকে কি বলে?

ক. বর্ণ খ. ধ্বনি গ. বর্ণমালা

(২) স্বরবর্ণ কয়টি?

ক. ১০টি খ. ১১টি গ. ১২টি

(৩) ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

ক. ৩৮টি খ. ৩৯টি গ. ৪৯টি।

তৃতীয় পাঠ : মাত্রা, কার ও ফলা

মাত্রা

মাত্রা কাকে বলে?

বাংলা বর্ণমালায় কোনো কোনো বর্ণের উপরে সোজা যে দাগ (–) থাকে তাকে মাত্রা বলে।

কোনো কোনো বর্ণে পূর্ণ মাত্রা দিতে হয়, কোনো কোনো বর্ণে অর্ধ মাত্রা দিতে হয়, আবার কোনো কোনো বর্ণ মাত্রা ছাড়া থাকে।

পূর্ণমাত্রা যুক্ত বর্ণ ৩২টি। যথা-

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ক	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ
ত	দ	ন	ফ	ব	ভ	ম	য
র	ল	ষ	স	হ	ড়	ঢ়	য়

অর্ধমাত্রা যুক্ত বর্ণ ৮টি। যথা-

ঋ	খ	গ	ণ	থ	ধ	প	শ

মাত্রা ছাড়া বর্ণ ১০টি। যথা-

এ	ঐ	ও	ঔ	ঙ	ঞ	ৎ	ং	ঃ	ঁ

www.pathagar.com

কার

অ-ছাড়া অন্য স্বরবর্ণগুলোর যে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়, তাকে 'কার' বলে।

বাংলা ভাষায় 'কার' মোট ১০টি। যথা-

আ = া	ঋ = ৃ
ই = ি	এ = ে
ঈ = ী	ঐ = ৈ
উ = ু	ও = ো
ঊ = ূ	ঔ = ৌ

ফলা

ফলা কাকে বলে?

কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়ে যে সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করে, তাকে ফলা বলে। মোট সাতটি বর্ণের ফলা হয়। নিচে ছকে সাতটি বর্ণের ফলার নাম, ফলার রূপ এবং ফলা যোগে শব্দগঠন দেখানো হলো-

য ফলা	্য	সত্য, বাক্য, গদ্য, মান্য
র - ফলা	্র	গ্রাম, প্রাণ, ভদ্র, শ্রম
রেফ - ফলা	র্	বর্ণ, শর্ত, অর্থ, কর্ম
ল - ফলা	ল	ক্লাস, গ্লাস, পল্লী, উল্লাস
ন - ফলা	ণ	প্রশ্ন, অন্ন, রত্ন, ভিন্ন
ব - ফলা	ব	বিশ্ব, জ্বর, অশ্ব, ত্বক
ম - ফলা	ম	আত্মা, জন্ম, পদ্ম, গ্রীষ্ম

পাঠ মূল্যায়ন

(১) মাত্রা কাকে বলে? মাত্রা কত প্রাকার ও কি কি?

(২) পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি ও কি কি?

www.pathagar.com

(৩) অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি ও কি কি?

(৪) মাত্রা ছাড়া বর্ণ কয়টি ও কি কি?

(৫) 'কার' কাকে বলে? বাংলা ভাষায় 'কার' কয়টি ও কি কি?

(৬) ফলা কাকে বলে? ফলা কত প্রকার ও কি কি?

(৭) সঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও।

(ক) আ-কার বসে বর্ণের : ডানে / বামে

(খ) ঈ-কার বসে বর্ণের : নিচে / উপরে

(গ) পূর্ণমাত্রা যুক্ত বর্ণ কয়টি : ৩০টি / ৩২টি

(ঘ) র-ফলা যুক্ত শব্দ কোনটি : গ্রাম / গ্লাস।

চতুর্থ পাঠ : শব্দ ও বর্ণ বিশ্লেষণ

শব্দ

শব্দ

অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে।

শব্দ কাকে বলে?

এক বা একাধিক বর্ণ মিলে যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দ বলে।

কিভাবে শব্দ গঠন করা হয়?

কার ছাড়া, কারযুক্ত, ফলাযুক্ত ও যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করা হয়।

শব্দ গঠন

কার ছাড়া শব্দ	বল, বই, কলম, ঈগল, ঈদ, অলস
কার যুক্ত শব্দ	বাবা, কলা, চাল, চিনি, দিন, শীত
ফলা যুক্ত শব্দ	সত্য, প্রথম, পর্বত, প্রশ্ন, প্রদীপ, সম্মান
যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ	আল্লাহ, আম্মা, আব্বা, স্বামী, চিন্তা, কষ্ট

www.pathagar.com

বর্ণ বিশ্লেষণ

বর্ণ বিশ্লেষণ

একটি শব্দের মধ্যে যতগুলো বর্ণ থাকে সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখানোর নাম বর্ণ বিশ্লেষণ। যেমন-

বল = ব + অ + ল + অ

নিচে বর্ণ বিশ্লেষণের নমুনা দেয়া হলো-

শব্দ	বর্ণ বিশ্লেষণ	শব্দ	বর্ণ বিশ্লেষণ
বই	ব্ + অ + ই	কলা	ক্ + অ + ল্ + আ
সত্য	স্ + অ + ত্ + য্	গাড়ি	গ্ + অ + ড়্ + ই

পঞ্চম পাঠ : বাক্য ও বাক্য বিশ্লেষণ

বাক্য

এক বা একাধিক শব্দ পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে। যেমন- তাহসীন বল খেলে। তানযীম বই পড়ে।

বাক্য বিশ্লেষণ

প্রত্যেকটি বাক্যের দুইটি অংশ থাকে। যথা- (১) উদ্দেশ্য (২) বিধেয়।

উদ্দেশ্য

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন- **তানযীম** নামায পড়ে। এখানে 'তানযীম' সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে 'তানযীম' উদ্দেশ্য।

বিধেয়

উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন- **তানযীম** নামায পড়ে। এখানে তানযীম এর 'নামায পড়ার' কথা বলা হয়েছে। তাই বাক্যে 'নামায পড়ে' একটি বিধেয়।

www.pathagar.com

নিচের ছকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর নমূনা দেয়া হলো-

বাক্য	উদ্দেশ্য	বিধেয়
সাজিদ বল খেলে	সাজিদ	বল খেলে
মুমু গান গায়	মুমু	গান গায়
হিশাম স্কুলে যায়	হিশাম	স্কুলে যায়

পাঠ মূল্যায়ন

১। বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। বাক্যের অংশ কয়টি ও কি কি?

৩। উদ্দেশ্য কাকে বলে?

৪। বিধেয় কাকে বলে?

৫। নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য তৈরি কর-

(ক) সাজিদ যায় স্কুলে।

(খ) আমার বাবা শিক্ষক আদর্শ।

(গ) বল খেলে হিশাম।

ষষ্ঠ পাঠ : পদ পরিচয়

পদ

অর্থবোধক এক বা একাধিক শব্দ মিলে বাক্য হয়। বাক্যের মধ্যে প্রতিটি শব্দই এক একটি পদ।

পদ কাকে বলে?

বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে। যেমন- খালেদ বল খেলে। এ বাক্যে "খালেদ", "বল" এবং "খেলে" এক একটি পদ।

পদ কত প্রকার ও কি কি?

বাংলা ভাষায় পদ পাঁচ প্রকার। যথা-

(১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম (৪) অব্যয় (৫) ক্রিয়া।

www.pathagar.com

(১) বিশেষ্য পদ

যে পদ বা শব্দ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন- বল, তাহসীন, ছাতা, আম, ঢাকা ইত্যাদি।

(২) বিশেষণ পদ

যে পদ দ্বারা বিশেষ্য বা অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা ও পরিমাণ বুঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন- ভাল, লাল, একটি ইত্যাদি।

(৩) সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- আমি, তুমি, সে, তারা ইত্যাদি।

(৪) অব্যয় পদ

বাক্যে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন- এবং, ও, আর, অথবা, কিংবা ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়া পদ

যে পদ দ্বারা কোনো কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে। যেমন- পড়া, যাওয়া, খাওয়া, করা ইত্যাদি।

পাঠ মূল্যায়ন

১। পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কি কি?

২। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। বিশেষণ পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। সর্বনাম পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৫। ক্রিয়া পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৬। পদ পরিবর্তন কর-
সাজিদ, ভাল, বই, ও, পড়ে।

www.pathagar.com

সপ্তম পাঠ : বচন

বচন

বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা।

বচন কাকে বলে?

যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বুঝায় তাকে বচন বলে। যেমন- বই, ছেলে, আমি, আমরা ইত্যাদি।

বচন কত প্রকার ও কি কি?

বচন দুই প্রকার। যথা- (ক) একবচন (খ) বহুবচন।

(ক) একবচন

যে শব্দ দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বুঝায় তাকে একবচন বলে। যেমন- আমি, তুমি, ছেলেটি, ফয়সাল ইত্যাদি।

(খ) বহুবচন

যে শব্দ দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বুঝায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন- আমরা, তোমরা, মেয়েরা, বইগুলি ইত্যাদি।

বচন পরিবর্তন

একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা
তুমি	তোমরা
সে	তারা
শিশু	শিশুরা
মেয়ে	মেয়েরা
মা	মায়েরা
বল	বলগুলো
কলম	কলমগুলো
শিক্ষক	শিক্ষকমণ্ডলী

www.pathagar.com

পাঠ মূল্যায়ন

১। বচন কাকে বলে? বচন কত প্রকার ও কি কি?

২। একবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। বচন পরিবর্তন কর :

আমি, আমরা, সে, মেয়ে, মা, বল, কলম, শিক্ষক।

অষ্টম পাঠ : লিঙ্গ

লিঙ্গ

লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ।

লিঙ্গ কাকে বলে?

যে শব্দ দিয়ে স্ত্রী, পুরুষ কিংবা উভয়ই অথবা অন্য কিছু বুঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

লিঙ্গ কত প্রকার?

লিঙ্গ চার প্রকার। যথা- (ক) পুং লিঙ্গ (খ) স্ত্রী লিঙ্গ (গ) উভয় লিঙ্গ (ঘ) ক্লীব লিঙ্গ।

(ক) পুং লিঙ্গ

যে শব্দ দিয়ে পুরুষ জাতি বুঝায়, তাকে পুং লিঙ্গ বলে। যেমন- আব্বা, দাদা, নানা, বালক ইত্যাদি।

(খ) স্ত্রী লিঙ্গ

যে শব্দ দিয়ে স্ত্রী জাতি বুঝায়, তাকে স্ত্রী লিঙ্গ বলে। যেমন- মা, বোন, দাদী, নানী, ছাত্রী ইত্যাদি।

(গ) উভয় লিঙ্গ

যে শব্দ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়, তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন- মানুষ, কবি, শিশু ইত্যাদি।

www.pathagar.com

(ঘ) ক্লীব লিঙ্গ

যে শব্দ দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ কোনটাই বুঝায় না, তাকে ক্লীব লিঙ্গ বলে। যেমন : কলম, বল, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

নিচে লিঙ্গ পরিবর্তন দেখানো হলো-

পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
আব্বা	আম্মা
ভাই	বোন
বালক	বালিকা
ছেলে	মেয়ে
নায়ক	নায়িকা
ছাত্র	ছাত্রী
শিক্ষক	শিক্ষিকা
নানা	নানী
দাদা	দাদী
তরুণ	তরুণী
রাজা	রাণী
কবি	মহিলা কবি
ডাক্তার	মহিলা ডাক্তার

পাঠ মূল্যায়ন

১। লিঙ্গ কাকে বলে?

২। লিঙ্গ কত প্রকার ও কি কি?

৩। পুং লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। স্ত্রী লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৫। উভয় লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৬। ক্লীব লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন কর-

আব্বা, মা, নানা, ছেলে, বালিকা, সাহেব, রাজা।

www.pathagar.com

নবম পাঠ : সন্ধি

সন্ধি

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি দু'টি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন-

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়,
মহা + আকাশ = মহাকাশ,
নব + অন্ন = নবান্ন।

সন্ধি কত প্রকার ও কি কি?

সন্ধি তিন প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি, (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি, (গ) বিসর্গসন্ধি।

(ক) স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন-

মহা + আকাশ =মহাকাশ
হিম + আলয় = হিমালয়।

(খ) ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন-

দিগ + অন্ত = দিগন্ত
পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন।

(গ) বিসর্গসন্ধি

বিসর্গের সাথে স্বরবর্ণের বা বিসর্গের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন-

মনঃ + যোগ = মনযোগ
নিঃ + চয় = নিশ্চয়।

www.pathagar.com

সন্ধি বিচ্ছেদ

স্বরসন্ধি

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	সিংহ + আসন = সিংহাসন
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	নর + অধম = নরাধম
জন + এক = জনৈক	

ব্যঞ্জনসন্ধি

দিগ + অন্ত = দিগন্ত	বাক্ + ধারা = বাকধারা
অতি + আচার = অত্যাচার	নৌ + ইক = নাবিক
নৈ + অক = নায়ক	গৈ + অক = গায়ক

বিসর্গসন্ধি

মনঃ + যোগ = মনযোগ	নিঃ + চয় = নিশ্চয়
অতঃ + পর = অতপর	নিঃ + রব = নীরব
পুনঃ + রায় = পুনরায়	পুরঃ + কার = পুরস্কার
নিঃ + জন = নির্জন	

পাঠ মূল্যায়ন

১। সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। সন্ধি কত প্রকার ও কি কি?

৩। স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর-

বিদ্যালয়, মহাকাশ, নায়ক, নাবিক, নীরব।

www.pathagar.com

দশম পাঠ : ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?

কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন- আমিন স্কুলে যায়, আমিন স্কুলে গিয়েছিল, আমিন স্কুলে যাবে। বাক্যগুলোতে- **যায়, গিয়েছিল** এবং **যাবে** ক্রিয়ার এ তিনটি রূপে সম্পন্ন হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সময় নির্দেশ করে।

ক্রিয়ার কাল কত প্রকার?

ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার।

যথা- (ক) বর্তমান কাল (খ) অতীত কাল (গ) ভবিষ্যৎ কাল।

(ক) বর্তমান কাল

কোনো কাজ এখন হয় বা হচ্ছে এমন বুঝালে তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন- আমি ভাত খাই বা খাচ্ছি, সে বল খেলে বা খেলছে।

(খ) অতীত কাল

কোন কাজ আগে হয়েছিল এমন বুঝালে তাকে অতীত কাল বলে। যেমন- আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, সে বল খেলেছিল।

(গ) ভবিষ্যৎ কাল

কোন কাজ পরে করা হবে এমন বুঝালে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন- আমি স্কুলে যাব, সে বল খেলবে।

পাঠ মূল্যায়ন

১। ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?

২। বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। নিচের বাক্যগুলো কোন্‌টি কোন কাল?

ক. আমি ভাত খাই, খ. আমি বল খেলছি, গ. সে ভাত খেয়েছিল,
ঘ. সে ঢাকা যাবে।

www.pathagar.com

একাদশ পাঠ : বিরাম চিহ্ন

বিরাম চিহ্ন

বিরাম অর্থ বিরতি বা থামা। বাক্যের মধ্যে কোথায় কিভাবে কতসময় থামতে হয়, তা বুঝার জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বিরাম চিহ্ন বলে।

নং	বিরাম চিহ্নের নাম	আকৃতি	ব্যবহার	কত সময় থামতে হয়
১.	দাড়ি	।	বাক্য শেষ হলে	এক সেকেন্ড
২.	কমা	,	সামান্য থামতে হলে	এক বলতে যতটুকু সময় লাগে
৩.	সেমিকোলন	;	কমার দ্বিগুন সময় থামতে হলে	এক বলার দ্বিগুন সময়
৪.	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	প্রশ্ন করার জন্য	এক সেকেন্ড
৫.	ড্যাস	–	দুইটি বাক্যের সম্পর্ক বুঝাতে	এক সেকেন্ড
৬.	কোলন	:	উদাহরণ বুঝাতে	এক সেকেন্ড
৭.	হাইফেন	-	দুইটি শব্দের সম্পর্ক বুঝাতে	এক সেকেন্ড
৮.	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	!	বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য	এক সেকেন্ড
৯.	বন্ধনী	()	বাক্যের ব্যাখ্যা দিতে	থামতে হয় না।

www.pathagar.com

পাঠ মূল্যায়ন

১। বিরাম চিহ্ন কাকে বলে?

২। নিচের বিরাম চিহ্নগুলোর আকৃতি দেখাও-
দাড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক, ড্যাস, বিস্ময়সূচক।

দ্বাদশ পাঠ : বিপরীতার্থক শব্দ

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে অন্য একটি শব্দ তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে। যেমন- ছেলে-মেয়ে, ভাল-মন্দ, কঠিন-সহজ।

নিচে বিপরীত শব্দ দেওয়া হল-

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
সাদা	কালো	দেশ	বিদেশ
ভাল	মন্দ	ন্যায়	অন্যায়
সত্য	মিথ্যা	সুখ	দুঃখ
ছোট	বড়	হাসি	কান্না
রাত	দিন	জীবন	মরণ
আসল	নকল	চালাক	বোকা
আপন	পর	পাপ	পুণ্য
শক্ত	নরম	হালকা	ভারী
আয়	ব্যয়	কেনা	বেচা
ইহকাল	পরকাল	দোষ	গুণ

পাঠ মূল্যায়ন

১। বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে?

২। নিচের শব্দগুলোর বিপরীত রূপ লেখ:
সাদা, ভাল, সত্য, রাত, আসল, আপন, দেশ, হাসি, জীবন, পাপ, হালকা, দোষ, আয়।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পাঠ : এক কথায় প্রকাশ/বাক্য সংকোচন

বাক্য সংকোচন

বাক্য সংকোচন অর্থ বাক্য ছোট বা সংক্ষেপ করা। বাক্য সংকোচনের ফলে ভাষা সহজ ও সুন্দর হয়। বাক্য সংকোচন এর আরেক নাম-এক কথায় প্রকাশ।

নিচে কতগুলো বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ দেওয়া হলো-

বাক্য	বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে যার	আস্তিক
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই যার	নাস্তিক
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
যিনি শিক্ষা দেন	শিক্ষক
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
যিনি বিচার করেন	বিচারক
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী
বেশি কথা বলে যে	বাচাল
বিদ্যা আছে যার	বিদ্বান
যে বিদেশে থাকে	প্রবাসী
উপায় নেই যার	নিরুপায়
যার স্বামী মারা গেছে	বিধবা
আদব-কায়দা জানে না যে	বেয়াদব
আকাশে চড়ে যে	খেচর
লজ্জা বেশি যার	লাজুক
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
সীমা নেই যার	অসীম
ইতিহাস লেখেন যিনি	ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : পত্র

প্রথম পাঠ : ব্যক্তিগত পত্র

১। টাকা চেয়ে পিতার নিকট পত্র লেখ।

ঢাকা
তাং ০১ জানুয়রি, ২০১৪ইং

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আশাকরি বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভাল আছেন। আমি ভাল আছি। আগামী মাসের ১০ তারিখ আমার পরীক্ষা। পরীক্ষার ফি ও বেতনের জন্য টাকা প্রয়োজন। আমাকে এক হাজার টাকা পাঠাবেন। পরীক্ষা যেন ভালো হয় সে জন্য দোয়া করবেন। পরীক্ষা শেষে বাড়ি আসবো। আম্মাকে আমার সালাম ও আয়শাকে আদর জানাবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
তাহসীন

	ডাক টিকিট
প্রেরক, তাহসীন আদর্শ স্কুল নারায়ন গন্‌জ।	প্রাপক, এম. জি. এ. জায়েদ বোয়ালিয়া, বরুড়া কুমিল্লা।

www.pathagar.com

২। বনভোজনের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।

মালিবাগ, ঢাকা

তাং ২০ ডিসেম্বর, ২০১৩ইং

প্রিয় তাসনীম,

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। আশাকরি সবাইকে নিয়ে ভাল আছ। আমরা ভাল আছি। আমার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। আমাদের স্কুলের/মাদরাসার উদ্যোগে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। স্থান ফ্যান্টাসি কিংডম। সেখানে বন্ধুদের নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই আমি তোমাকে নিতে চাই। তুমি আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ সকাল ৮টার মধ্যে আমাদের স্কুলে চলে আসবে। অনেক মজা হবে। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও। অপেক্ষায় থাকব। আল্লা হাফেজ।

ইতি

তোমার বন্ধু

তানযীম

৩। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে বড় ভাইকে পত্র লেখ।

কুমিল্লা

তাং ২০ ডিসেম্বর, ২০১৩ইং

বড় ভাইয়া,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আশাকরি ভাল আছেন। আমরা সবাই ভাল আছি। গতকাল আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, এবারও আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনার শরীরের প্রতি নজর রাখবেন। আজ শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

আপনার ছোট বোন

রাঈদা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পাঠ : আবেদন পত্র

১। প্রধান শিক্ষকের নিকট ছুটির জন্য আবেদন।

তারিখ : ১৩ মার্চ ২০১৪
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

বিষয় : তিন দিনের ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি গত ১০, ১১ ও ১২ মার্চ বিদ্যালয়ে / মাদরাসায় উপস্থিত হতে পারিনি।
অতএব, মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
আহমাদ হাসান
শ্রেণি-দ্বিতীয়
রোল-০১।

www.pathagar.com

২। বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পত্র লেখ।

তারিখ : ১৩ মার্চ ২০১৪ইং
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ
মসজিদ মিশন একাডেমী,
রাজশাহী।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যলয়ের/মাদরাসার একজন নিয়মিত ছাত্র। গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার বাবা সামান্য বেতনের একজন চাকুরিজীবি। আমার এক ভাই আপনার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। অন্য এক বোন কলেজে অধ্যয়নরত। আমার বাবার পক্ষে আমাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতএব জনাবের নিকট আবেদন এই যে, উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে আমাকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার একান্ত প্রিয়
আয়শা আক্তার
শ্রেণি-দ্বিতীয়
রোল-০১।

www.pathagar.com

৩। অগ্রীম ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন লেখ।

তারিখ : ১৩ মার্চ, ২০১৪ইং
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এণ্ড কলেজ, ঢাকা।

বিষয় : অগ্রীম তিন দিনের ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র। আগামী ২০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে আমার বড় বোনের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের জন্য আমি আগামী ২০,২১,২২ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে / মাদরাসায় উপস্থিত হতে পারব না।
অতএব, মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
রিয়াদ আহাসান
শ্রেণী- দ্বিতীয়
রোল-০২।

www.pathagar.com

৪। জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

তারিখ : ১৩ মার্চ, ২০১৪ইং
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
শাহীন একাডেমী, ফেনী।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে মাসিক বেতন পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু এই মাসে আমার আব্বা সময়মত বেতন না পাওয়ায় আমি নির্দিষ্ট তারিখে স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে পারি নি। গতকাল আমার আব্বা বেতন পেয়েছেন। তাই আমি আজ বেতন পরিশোধ করতে চাই।
অতএব, বিনীত নিবেদন আমাকে জরিমানা ছাড়াই এই মাসের বেতনের টাকা পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
রাকীন মাসনুন
শ্রেণি-দ্বিতীয়
রোল-০১

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় : রচনা

আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামের নাম খলিশাখালী। এটি নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানায় অবস্থিত। আমাদের গ্রামটি খুবই সুন্দর। আমাদের গ্রামের মাঝখান দিয়ে সুপ্রশস্ত একটি রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে আমরা জেলা শহরে যাতায়াত করি। একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট একটি নদী। নাম নবগঙ্গা। এই নদী থেকে আমরা প্রচুর মাছ পাই। আমাদের গ্রামে প্রায় ২০০০ লোকের বসবাস। এদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ লোক শিক্ষিত। বাকিরা কৃষক শ্রমিক। আমাদের গ্রামের প্রায় ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। বাকিরা হিন্দু ও খৃস্টান। গ্রামের সবাই সহ অবস্থান করি। আমরা যার যার ধর্ম সুন্দরভাবে পালন করে থাকি। আমাদের গ্রামে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাদরাসা, দুইটি মক্তব ও তিনটি মসজিদ রয়েছে। একটি সুন্দর পাঠাগার আছে। গ্রামে একটি বাজার ও একটি ঈদগাহ রয়েছে। আমাদের গ্রামে নানান রকম ফল-ফলাদি, শাক-সবজি, ধান, পাট ইত্যাদি জন্মায়। গ্রামের অনেকে শহরে বড় ব্যবসা করেন। কেউ আবার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া বিভিন্ন পেশায় বড় বড় চাকুরি করেন। গ্রামের ধনী ব্যক্তিগণ যাকাত আদায় করে থাকেন। এজন্য দরিদ্র লোকদের অভাব দূর হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের গ্রামকে ভালবাসি। আমাদের গ্রাম একটি আদর্শ গ্রাম।

আমাদের বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি কুমিল্লা জিলার বরুড়া থানায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি তিন তলা ভবন নিয়ে গঠিত। বিদ্যালয়ের সামনে একটি বিরাট খেলার মাঠ আছে। মাঠের পশ্চিম পাশে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। সেখানে আমরা নিয়মিত নামায পড়ি। আমাদের বিদ্যালয়ে ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। আমাদের ক্লাস শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং ছুটি হয় বিকাল ৪টায়। এখানে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি

www.pathagar.com

পর্যন্ত পড়ানো হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে ১০টি শ্রেণি কক্ষ আছে। একটি কক্ষে প্রধান শিক্ষক বসেন এবং অন্য একটি কক্ষে সহকারী শিক্ষকগণ বসেন। বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, অফিস রুম সব কিছুই সুন্দরভাবে সাজানো। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাঠদানে খুবই যত্নশীল। আমাদের বিদ্যালয় প্রতি বছর সমাপনী পরীক্ষাসহ জাতীয় পর্যায়ের সকল পরীক্ষায় থানার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে একটি ফুল বাগান আছে। আমরা এই স্কুলে পড়তে পেরে নিজেদের গর্বিত মনে করি।

আমাদের মাদরাসা

আমাদের মাদরাসার নাম তানজীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা। এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী উত্তরা মডেল টাউনে অবস্থিত। এই মাদরাসাটি একটি অত্যাধুনিক বহুতল বিল্ডিংয়ে সুসজ্জিত। আমাদের মাদরাসাটির সামনে বিশাল মাঠ রয়েছে। সেখানে ছাত্ররা খেলাধুলা করে। আমাদের মাদরাসায় প্রায় ২ হাজার ছাত্র আছে। শিক্ষক আছেন প্রায় ৪০ জন। তাঁরা সকলে যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষক। প্রিন্সিপাল মহোদয় মাদরাসার প্রতি খুবই মনযোগী। কোনো সমস্যা হলে তিনি সাথে সাথে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। মাদরাসায় প্রিন্সিপাল কক্ষ, শিক্ষকদের কক্ষ, শ্রেণি কক্ষ, লাইব্রেরি, স্টোরসহ অনেকগুলো কক্ষ আছে। আমাদের মাদরাসায় প্রায় ৩০০ গরিব ও এতিম ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ্ বোডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের মাদরাসায় সকাল ৮টা থেকে দুই শিফটে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। দুপুরে খাওয়া ও নামাযের জন্য ৩০ মিনিট বিরতি থাকে। আমাদের মাদরাসায় শিশুশ্রেণি থেকে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এখান থেকে ছাত্ররা আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানসহ মেধার স্বাক্ষর রাখছে। জাতীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথমসহ বিভিন্ন বছর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আমাদের মাদরাসা দেশের শ্রেষ্ঠ মাদরাসা। এই মাদরাসায় লেখা পড়ার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত।

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয় নবী

আমাদের প্রিয় নবীর নাম হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা। দুধমাতার নাম হালিমা। দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব।

৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান। মাত্র ছয় বছর বয়সে মাতাকেও হারান। তারপর হারান দাদাকে। এভাবে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তিনি বড় হতে থাকেন।

তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। সব সময় সত্য কথা বলতেন। এজন্য সকলে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে ডাকতো। কঠিন বিপদের সময়ও তিনি ধৈর্যহারা হতেন না। তিনি বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের স্নেহ করতেন। ইয়াতীমদের খুব ভালোবাসতেন। কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। কারো ওপর যুলুম করতেন না।

২৫ বছর বয়সে বিবাহ করেন বিবি খাদিজা (রা)-কে। ৪০ বছর বয়সে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে ওহী লাভ করেন। শুরু করেন ইসলামের দাওয়াত। তখন তাঁর ওপর নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের নিয়ে তিনি ইসলামের কাজ করে যেতে থাকেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন।

আমাদের প্রিয় নবী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। আমরা নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করি। তাঁর আদর্শে জীবন যাপন করি।

৬৩২ খৃস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

www.pathagar.com

জাতীয় ফুল শাপলা

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। শাপলা দেখতে অনেক সুন্দর। শাপলা ফুল বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। এর পাঁপড়িগুলো সাদা, লাল, নীল হয়ে থাকে। আর মাঝখানের অংশ হলুদ রঙের। সাদা পাঁপড়ির শাপলা ফুল সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

নদী-নালা, খাল-বিল, দিঘি-পুকুর ইত্যাদি জায়গায় বর্ষাকালে শাপলা ফুল জন্মায়। ফুটন্ত শাপলা দেখতে অতি চমৎকার। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে শাপলা ফুল দেখা যায়। শাপলা ফুল আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিক।

ধান

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য। ধান থেকে চাল হয় আর চাল থেকে ভাত হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ ভাত খেয়ে জীবনযাপন করে। ধান গাছ সাধারণত দুই ফুট থেকে আট ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ধান গাছের পাতা চিকন ও সবুজ। ধান পাকলে ধানসহ গাছগুলো সোনালী রং ধারন করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হয়। যেমন : আউশ, আমন, বোরো, ইরি ইত্যাদি। আমাদের দেশের বরিশাল জেলায় সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয়। ধান থেকে ভাত ছাড়াও মুড়ি, খৈ, চিড়া ও বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি হয়। ধানের খড় গরুর অন্যতম প্রধান খাদ্য। এছাড়া খড় ঘরের ছাউনি ও জ্বালানী কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, চীন, বার্মা, জাপান ও আমেরিকায় প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। উন্নত বিশ্বের মতো ধান উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত।

www.pathagar.com

গরু

গরু একটি গৃহপালিত পশু। এটি খুবই শান্ত ও উপকারী প্রাণী। স্ত্রী গরুকে "গাভী" এবং পুরুষ গরুকে "ষাঁড়" বা "বলদ" বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গরু দেখা যায়। গরুর চারটি পা, দুটি শিং, দুটি কান, দুটি চোখ ও একটি লম্বা লেজ আছে। লেজ দিয়ে গরু মশা-মাছি তাড়ায়। গরুর সারা শরীর লোম দ্বারা ঢাকা থাকে। গরু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। যেমনঃ লাল, সাদা, কালো, মেটো ইত্যাদি। ঘাস, লতা-পাতা, খড়, খইল, ভুষি, ভাতের মাড় এদের প্রধান খাদ্য। গরু আমাদের দুধ দেয়। গরুর দুধ খুব পুষ্টিকর খাবার। দুধ দিয়ে ছানা, মাখন, দধি, তৈরি করি। ঘি দ্বারা নানা রকম খাবার তৈরি করা হয়। বলদ গরু দিয়ে হাল চাষ করা এবং গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করা হয়। গরুর মাংস অনেকের প্রিয় খাবার। গরুর মাংস দিয়ে নানা প্রকার খাবার তৈরি করা যায়। গরু দিয়ে আমরা পশু কোরবানী করি। গরুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ, জুতা, বেল্ট প্রভৃতি তৈরি করা হয়। গরুর গোবর সার ও জ্বালানী কাজে ব্যবহার করা যায়। গরু খুবই উপকারী প্রাণী। তাই এদের যত্ন নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

বিড়াল

বিড়াল একটি পোষা প্রাণী। বিড়াল দেখতে অনেক সুন্দর। বিড়াল মিউ মিউ করে ডাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ শখ করে বিড়াল পোষে। বিড়ালকে অনেকে মিনি বলে ডাকে। বিড়ালের সারা শরীর সাদা-কালো লোম দ্বারা আবৃত। এর চারটি পা, দুটি চোখ, দুটি কান, একটি নাক ও একটি লেজ আছে। বিড়ালের পায়ের নখ খুব ধারালো। এর সাহায্যে বিড়াল শিকার ধরে। বিড়াল নরম বিছানায় ঘুমোতে ভালবাসে। দুধ, মাছ, মাংস ও মাছের কাটা বিড়ালের প্রিয় খাবার। বিড়াল প্রাণী হিসেবে খুব শান্ত। বিড়াল ইঁদুরসহ বিভিন্ন পোকা মাকড় শিকার করে থাকে। সুতরাং বিড়াল পালনে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

শিশুদের

বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

[প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য]

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com